সংবাদ

তারিখ ... 8 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে

দরিদ্র মেধাবী কোটায় সুযোগ নিতে মন্ত্রী-এমপিদের তদবির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শীঘ্রই বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হলেও এরইমধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী অনেকেই এখন এ কোটায় ভর্তির সুযোগ লাভে তদবিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক কর্মচারী জানান, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না আসলেও তদবিরের জন্য অনেকেই আসছেন। পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে যে, ধনীরাও এখন গরিব হয়ে গেছে। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহ আবদুল লতিফ সংবাদকে জানান, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ নীতিমালা অনুযায়ী ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের মোট আসন সংখ্যার ৫ ভাগ গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই এ কোটা পূরণ হয়নি।

তিনি আরও বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে

তদবির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৮

তদবির : মন্ত্রী-এমপিদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা করছি এ কোটায় যাতে প্রকৃত দরিদ্র এবং মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পায়। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি সূচক নির্ধারণ করেছি। আবেদন পত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয়ের হিসাব চাওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফলসহ বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষার্থীকে এই কোটায় ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।

ডা. শাহ আবদুল লতিফ বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তে আপত্তি থাকায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকেও একটি মামলা করা হয়। ইতোমধ্যে হাইকোর্টে এ বিষয়ে একটি রায় দিয়েছে। খুব শীঘ্রই এ কোটায় ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। যারা সরকারের সিদ্ধান্ত মানবে না সেই সব মেডিকেল কলেজগুলোকে কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রত্যাশী দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর অভিভাবক জাহিদুর রহমান বলেন, সরকার যত তাড়াতাড়ি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য দূর করবে শিক্ষার্থীরা তত দ্রুত লাভবান হবে। শুধু শিক্ষার্থীই নয়, দেশবাসীও উপকৃত হবে। এজন্য প্রয়োজন বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ওপর সরকারের নিবিড় তদারকি ও হস্তক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।